সরে যায় মায়ার তোরণ

মণীশ মৌলিক

কথার সম্পর্ক ছাড়া ছিল না কিছুই।
কথার উপরিভাগে যত ধূর্ত বিজ্ঞাপন,
নিজস্ব যোগ্যতার দীর্ঘ লতিকা;
এবং কথার তলে
শানানো ঠাণ্ডা বাঁকা ছুরি।

দিন যত বাড়ে,
বেড়ে চলে উতোর- চাপান;
প্রতিদ্বন্দ - দ্বেষ - দোষারোপ।
মাঝে মাঝে অসংযমী
আগ্নেয় কথা কাটাকাটি।

সম্পর্কের ভিতরে তখন
ফণা তুলে নেচে ওঠে
বিষধর, দুটি চেরা জিভ,
ধারালো বাবলা কাঁটা,
অদৃশ্য রক্তপাতে পিছল উঠোন।

এইভাবে ছেদহীন হিংস্র খেলায়
ধীরে ধীরে বহুদূরে
সরে যায় মায়ার তোরণ।

এবং তারপর
অকাতরে বিষয় চালে দুটি বিষধর।

নিমফল

জয়তী রায়

নিমগাছে কাক ডাকে
নিমফুলে মধু আছে ভেবে,
গাছের নীচেই ঠিক বাঁধানো চত্বরে
ভিখিরির গৃহস্থালী,
বেড়া দেওয়া চটঘেরা সংসারে
ভিখিরির ছেলেমেয়ে বাড়ে–
কুকুরের সঙ্গে ঘুরে
কুকুরের সঙ্গে খেয়ে দেয়ে
অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে
সিমেন্টের বাঁধানো চত্বরে।
ভিখিরি পরমসুখে
ভিক্ষে করে আনে,
বৌ রাঁধে বাড়ে,
ছেলে মেয়ে দুটি নিমফল খেতে খেতে
কাককেও বন্ধু করে নেয়।